দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ২৪/০৫/২০১০
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

সারাদেশে ছাত্রী উত্যক্তকরণ প্রতিরোধ দিবস পালন উপলক্ষে গতকাল রাজধানীর মুক্তাঙ্গন থেকে এক শোভাযাত্রা বের হয়। পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ছাত্রীদের শপথ বাক্য পাঠ করান -ইনকিলাব

# ছাত্রী ও নারীদের প্রতি অশালীন আচরণের প্রতিবাদ করতে হবে

স্টাফ রিপোর্টার

## শিক্ষা দিবসের শপথ

ছাত্রীদের শিক্ষা জীবন নিরাপত্তাসহ সব নারীর সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের শপথ নেয়া হলো শিক্ষা দিবসে। শিক্ষাঙ্গনে বা কর্মক্ষেত্রে ছাত্রী বা নারীর প্রতি কাউকে অশালীন ও মর্যাদাহানিকর কোন আচরণ করতে দেখলে ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে সবাইকে প্রতিবাদ করতে হবে।

গতকাল রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উদযাপিত শিক্ষা দিবসে 'বখাটে-সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে' এ শপথ নেয়া হয়। দিবসটি উপলক্ষে গতকাল সকালে রাজধানীর মুক্তাঙ্গন থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শোভাযাত্রা শেষ হয়। শহীদ মিনারে অনুষ্ঠিত এক বিশাল সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ছাত্রীদের উত্যক্তকরণ প্রতিরোধে উপস্থিত সব ছাত্রছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবক, সুধীজনদের শপথবাক্য পাঠ করান। সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা সবাই ঘরে-বাইরে সর্বত্রই মা-বোনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করার শপথ নেন।

সমাবেশে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সর্বস্তরে সামাজিক আন্দোলন তৈরী করে বখাটে-সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করা হবে। প্রয়োজনে নতুন আইন করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, বিগত বেশ ক'বছর ধরে বখাটেদের অপতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বেশ কয়েকজন

পৃঃ ১২ কঃ ৬

## ছাত্রী ও নারীদের প্রতি অশালীন

১৫ এর পৃষ্ঠার পর

ছাত্রী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। সন্ত্রাসীদের হাত থেকে মেয়েদের মা-বাবা, আত্মীয়রাও রেহাই পাচ্ছেন না। তিনি বলেন, শুধু আইন-শৃঙ্খলাবাহিনী দিয়ে এদের দমন করা যাবে না। সমাজের প্রতিটি মানুষকে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে হবে। এসব বখাটে-দুর্বৃত্তের সংখ্যা হাতেগোনা এবং এদের স্কুল-কলেজের ও পাড়া-মহল্লার সবাই চেনেন বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এসব বখাটে-দুর্বৃত্তের অসামাজিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করতে বলতে হবে এবং তাদের মা-বাবাদের সন্তানের কুকীর্তির কথা জানাতে হবে। তাতেও কিছু না হলে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলাবাহিনীকে জানাতে হবে। কোনক্রমেই এদের ছাড় দেয়া হবে না। মন্ত্রী বলেন, আমরা মেয়েদের উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধে কর্মসূচি নিয়েছি আমরা পিছু হটবো না। নতুন শিক্ষানীতিতে নৈতিক শিক্ষা ও উন্নত চরিত্র গঠনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণে আমরা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করবো। প্রতিটি স্কুল-কলেজে সামাজিক লোকজনসহ কমিটি গঠন করা হবে। আমরা ছাত্রী ও মেয়েদের চলার পথ স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সমাবেশে সংসদ সদস্য তারানা হালিম, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী, শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান, অতিরিক্ত সচিব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, প্রোভিসি প্রফেসর হারুন অর রশিদ, অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন, নারী নেত্রী শিরীন আকতার, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ফাহিমা খাতুনসহ বিভিন্ন অধিদপ্তর-পরিদপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এতে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ছাড়াও রোভার স্কাউট, বিএনসিসি এবং গার্লস গাইডের স্বেচ্ছাসেবীদের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর হয়ে ওঠে শিক্ষা দিবসে শপথ নেয়া 'বখাটে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ কর্মসূচি'। আজিমপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ইডেন কলেজ, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, অগ্রণী স্কুল এন্ড কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহস্রাধিক শিক্ষার্থী এতে যোগ দেন।